নবীজির সাথে ﷺ

ড. আদহাম আশ-শারকাবি

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

‘গল্প’ শব্দটি শুনলে শিশুরা তো বটেই বড়রাও উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। গল্পের প্রতি দুর্বলতা কম-বেশি সবার থাকে। আর গল্প যখন নিছক গল্প না হয়ে সত্যিকারের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে, তখন এর মূল্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। তখন গল্প হয়ে ওঠে অতীতের দর্পণ, শিক্ষার বাহন আর বাস্তব অভিজ্ঞতার নিখুঁত বিবরণ। তাই কুরআন ও হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে ফেলে আসা অতীতের গল্প, হারিয়ে যাওয়া জাতিগুলোর ইতিহাস; যাতে বর্তমানের মানুষেরা শিখতে পারে তাদের অতীত থেকে, উপকৃত হতে পারে পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা থেকে।

বক্ষ্যমাণ রচনাটি আরব-বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যিক ড. আদহাম আশ-শারকাবির (مَعَ النَّبِيِّ) গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ। লেখক বিশুদ্ধ হাদিসের বিশাল গল্পভান্ডার থেকে একত্রিশটি অসাধারণ গল্প বাছাই করে এটি সংকলন করেছেন। প্রতিটি গল্পের পর তিনি আয়োজন করেছেন এক অনন্যসাধারণ দরসের। গল্পের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে থাকা পাঠ ও শিক্ষাগুলোকে থরে থরে সাজিয়ে তিনি যেন গড়ে তুলেছেন দরসে হাদিসের একেকটি মনোমুগ্ধকর বাগান। গল্পগুলোর আলোকে তিনি আলোচনা করেছেন জীবন ও জগতের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় নিয়ে। ইমান, আকিদা, তাকওয়া, তাওবা, তাওয়াক্কুল, সালাত, সাদাকা, কুরবানি, জিহাদ ইত্যাদির মতো দ্বীনি বিষয়ে যেমন কথা বলেছেন, তেমনই কথা বলেছেন মানুষের মনোজগৎ, স্বভাব-প্রকৃতি, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসা, উত্তম চরিত্র, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসংশোধন ইত্যাদির মতো জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়েও। বিয়ে-শাদি, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনীতি ও লেনদেন নিয়েও আলোচনা করেছেন জীবন-অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া জ্ঞানবৃদ্ধের মতো। কোথাও উঠে এসেছে অতীতের লোমহর্ষক ইতিহাসের সরল বয়ান, কোথাও ভ্রান্ত মতবাদের যৌক্তিক খণ্ডন,

আবার কোথাও প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণার অপনোদন। সব মিলিয়ে শারকাবির এই দরসগুলো যেন রকমারি জ্ঞানভান্ডার!

শারকাবির জাদুকলম কুরআন-হাদিসের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আপনার পুরো দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে দেবে। আপনার মনে হবে, এ তো নিছক গল্প নয়, ইলম ও হিকমতের মহাসমুদ্র, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিগন্ত-বিস্তৃত আমাজন। সাধারণ এই গল্পগুলোর মাঝে জীবনের এমন অমূল্য পাঠ, এত অসাধারণ নির্দেশনা লুকিয়ে ছিল ভাবতেই আপনি অবাক হবেন। বইটির পাতায় পাতায় তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিচিত্র সব অনুপ্রেরণা আর দিকনির্দেশনার মূল্যবান মণিমুক্তো। তাই প্রতিটি পৃষ্ঠাই আপনাকে আলোড়িত করবে; ক্রমশ ভারী করে তুলবে আপনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঝুলি; বদলে দেবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আপনার বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি। লেখকের ঝরঝরে প্রাণবন্ত ভাষা আপনাকে কোথাও থামতে দেবে না; টেনে নিয়ে যাবে একেবারে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

অনুবাদ সম্পর্কে এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখা দরকার। বইটির সাহিত্যমানের দিকে লক্ষ রেখে আমরা সৃজনধর্মী ভাবানুবাদকেই বেছে নিয়েছি। তবে কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ একেবারেই মূলানুগ করা হয়েছে। গল্পের শিরোনামগুলো আমরা বাঙ্গালি পাঠকের রুচির দিকে খেয়াল রেখে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করেছি। হাদিসের পাঠগুলোতে লেখক শিরোনাম দেননি, আমরা প্রতিটি পাঠের শুরুতে শিরোনাম সংযোজন করেছি, যাতে পাঠক সহজেই আলোচনার বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারেন। কুরআন ও হাদিসের যত নুসুস এসেছে সবগুলোর উদ্ধৃতি আমরা পাদটীকায় উল্লেখ করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হাদিসের মানও উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি লেখকের আলোচনায় কোনো নসের দিকে ইশারা করা হলে সে নসের উদ্ধৃতিও আমরা টীকায় উল্লেখ করেছি। লেখকের ছোটখাটো কিছু তথ্যবিভ্রাটও টীকায় সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়াও অসংখ্য জায়গায় মর্মোদ্ধারে সহায়তার জন্য ব্যাখ্যামূলক টীকা সংযোজিত হয়েছে। দুটি গল্পে অনিবার্য কারণে লেখকের বক্তব্যকে কিছুটা পরিমার্জিত করা হয়েছে।

সামনে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি, যাতে পাঠক লেখকের পরিচিতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত হতে পারেন। পরিশেষে

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র আমলকে কবুল করেন; এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমীমুল ইহসান
১৯ আগস্ট, ২০২০ ইসায়ি

শারকাবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. আদহাম আশ-শারকাবি ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত একজন আরব সাহিত্যিক ও দায়ি। জন্ম ও বেড়ে ওঠা লেবাননের 'সুর' শহরে। পড়াশোনা করেছেন আরবি সাহিত্য নিয়ে। কাতারের 'আল-ওয়াতান' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রবেশ করেন কর্মজীবনে।

২০১২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই 'হাদিসুস সাবাহ।' অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায় এই রচনাটি। তাঁর ঝরঝরে গদ্য, সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা আরবের তরুণসমাজে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় : হাদিসুল মাসা, কিশ মালিক, আন শায়ইন ইসমুহু হুব্ব, ওয়া তিলকাল আইয়াম, মাআন নাবি, লির রিজালি ফকত, ওয়া ইজাস সুহুফু নুশিরাত, ইনদা মা ইলতাকাইতু উমারাবনাল খাত্তাব ইত্যাদির মতো সাড়া জাগানো গ্রন্থ। নাব্‌জ, নুতফাহ, লিয়াতমাইন্না কালবির মতো পাঠকপ্রিয় উপন্যাসগুলো তাঁকে পৌঁছে দেয় নতুন এক উচ্চতায়। শুরুর দিকে তিনি লিখতেন 'কিস বিন সায়িদাহ' ছদ্মনামে।

তাঁর লেখায় আপনি পাবেন তারুণ্যের সৌরভ, উদ্যম ও অনুপ্রেরণার অগণিত রসদ আর জীবনপথে চলার অমূল্য সব পাথেয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আপনার হৃদয়কেও দোলা দিয়ে যাবে। পড়তে পড়তে মনে হবে ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে আপনার জীবন-অভিজ্ঞতার ঝুলি।

ড. শারকাবি তাঁর অনুপম সাহিত্য-প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন দাওয়াহর কাজে। কলমের নিখুঁত আঁচড়ে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন ইমানের কথা, বিশ্বাসের কথা, আল্লাহর আনুগত্যের কথা। সময়ের দাবি ও চাহিদাকে সামনে রেখে তিনি আমাদের উপহার দিচ্ছেন একের পর এক মূল্যবান গ্রন্থ। আমরা তাঁর সুন্দর কর্মময় জীবন কামনা করি।

সূচিপত্র

১৫ গল্পের আসর : ১
সাদাকা

২০ গল্পের আসর : ২
মায়ের অভিশাপ

২৭ গল্পের আসর : ৩
জান্নাতের প্রাসাদ

৩২ গল্পের আসর : ৪
অপূর্ব ঋণশোধ

৩৮ গল্পের আসর : ৫
আসমানি সেচ

৪৪ গল্পের আসর : ৬
একতরফা ভালোবাসা

৪৯ গল্পের আসর : ৭
সোনার কলস

৫৫ গল্পের আসর : ৮
পর্বতসম ইমান

৬২ গল্পের আসর : ৯
শোকরের প্রতিদান

৬৯ গল্পের আসর : ১০
মদের নেশা

৭৪ গল্পের আসর : ১১
একজোড়া কাঠের পা

৮১ গল্পের আসর : ১২
ফেরাউনের কালো হাত

৮৮ গল্পের আসর : ১৩
দুই নবির কথোপকথন

৯৭ গল্পের আসর : ১৪
শত লোকের খুনি

১০৭ গল্পের আসর : ১৫
পর্বতগুহার সঙ্গী

১২১ গল্পের আসর : ১৬
সুলাইমানের আদালত

১৩০ গল্পের আসর : ১৭
বংশের বড়াই

১৩৭ গল্পের আসর : ১৮
দুধের শিশু

১৪৪ গল্পের আসর : ১৯
আজাব ও নিয়ামত

১৫৯ গল্পের আসর : ২০
মুসাফিরের খুশি

১৬৭ গল্পের আসর : ২১
আসহাবুল উখদুদ

১৮৩ গল্পের আসর : ২২
বুদ্ধিমতী নারী

১৯৩ গল্পের আসর : ২৩
সালিহ عليه السلام-এর উটনী

২০৩ গল্পের আসর : ২৪
অপূর্ব সেই ইতিহাস!

২৩৫ গল্পের আসর : ২৫
মুসা ও খাজির

২৬০ গল্পের আসর : ২৬
আশ্চর্য অসিয়ত

২৭০ গল্পের আসর : ২৭
মাছের পেটে মানুষ

২৮২ গল্পের আসর : ২৮
সূর্য থেমে গেল!

২৮৯ গল্পের আসর : ২৯
প্রিয়তমার হার

৩০৪ গল্পের আসর : ৩০
ইবাদতের অহমিকা

৩১৩ গল্পের আসর : ৩১
মিথ্যা শপথের পরিণাম

গল্পের আসর : ১

সাদাকা

গল্পটি সংকলিত হয়েছে সহিহ বুখারিতে।[১] চলুন প্রিয় নবির মুখেই শোনা যাক—

এক ব্যক্তি নিয়ত করে, আমি অবশ্যই সাদাকা করব। এই উদ্দেশ্যে সে সাদাকা নিয়ে বের হয়। (রাতের আঁধারে চিনতে না পেরে) সে মালগুলো এক চোরের হাতে তুলে দেয়। সকাল হলে লোকজন বলাবলি করতে থাকে—'কে একজন আজ রাতে চোরকে সাদাকা দিয়েছে!?'

সে বলে, 'হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। তাহলে আমি এক চোরকে সাদাকা দিয়েছি, আচ্ছা আজ রাতে আমি আবার সাদাকা করব।' যথারীতি সে সাদাকা নিয়ে বের হয়। এবার সে সাদাকা তুলে দেয় এক ব্যভিচারী নারীর হাতে। ভোর হতেই লোকজন বলাবলি করে, 'কে একজন আজ রাতে ব্যভিচারী নারীকে সাদাকা দিয়েছে!'

সে বলে, 'হে আল্লাহ, আপনার জন্য সকল প্রশংসা। তাহলে আমি এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দিয়ে এসেছি! আজ রাতে পুনরায় সাদাকা করব।'

---

১. সহিহুল বুখারি : ১৪২১।

এবার সাদাকা নিয়ে বের হয়ে সে জনৈক ধনীর হাতে তুলে দেয়। সকালে লোকজনের মুখে গুঞ্জন শোনা যায়—'কে একজন আজ রাতে এক বিত্তশালীকে সাদাকা দিয়েছে!'

সে বলে, 'হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আমি না জেনে সাদাকা চোর, ব্যভিচারিণী ও বিত্তশালীকে দিয়ে ফেলেছি।' (বিষয়টি ভেবে তার খুব মন খারাপ হয়।) পরে স্বপ্নযোগে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়, 'চোরকে তুমি যে সাদাকা দিয়েছ, এর কারণে সে হয়তো চুরি ছেড়ে দেবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেওয়ার কারণে সে হয়তো ব্যভিচার পরিত্যাগ করবে। আর ধনী লোকটি তোমার সাদাকা পেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে দান করবে।'

হাদিসের দরস

প্রথম পাঠ : মানুষকে খুশি করতে নিজেকে বদলাবেন না

মানুষের সব সময় এই একই স্বভাব—

আপনি যদি কারও দুর্ব্যবহার সহ্য করেন, তারা বলবে, 'লোকটি কাপুরুষ!'

আপনি সাদাকা করলে বলবে, 'দেখো, নিজের নাম ফলানোর জন্য দান করছে!'

কোনো আলিমের সাহচর্যে গেলে বলবে, 'চাটুকারটাকে একটু দেখো!'

কোনো খারাপ মানুষের সঙ্গে আপনাকে মুসাফাহা করতে দেখলে বলবে, 'চোরে চোরে মাসতুত ভাই!'

স্ত্রীর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করতে দেখলে বলবে, 'স্ত্রীর পোষা খরগোশ!'

পাপ কাজে তাদের সঙ্গ না দিলে বলবে, 'বাহ! কী বিশাল বুজুর্গ!'

সবার সঙ্গে ঘুষ না খেলে বলবে, 'আস্ত একটা বোকা!'

আপনি যদি একটু পর্দা করে চলেন, তারা বলবে, 'আধুনিকতা বলতে কিছুই নেই মেয়েটার!'

চেহারা ঢেকে রাখলে বলবে, 'বিশ্রী চেহারা নিয়ে বেচারি আর করবেটা কী!' স্বামীর আনুগত্য করতে দেখলে বলবে, 'মেয়েটির ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই!'

প্রিয় ভাই ও বোন,

মানুষ হাজারো কথা বলবে। আপনি আপনার মতো থাকুন। তাদের কথায় নিজেকে বদলাবেন না। তাদের খুশি করার জন্য আপনি নিজের নীতি থেকে সরে যাবেন না। আপনি একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট। তো মানুষ কীভাবে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হবে?

দ্বিতীয় পাঠ : ওদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসুন!

মানুষকে হাত ধরে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় নিয়ে আসুন। ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলা পথহারা পাপীদের জন্যই তো রাসুল প্রেরণ করেন। সবাই যদি আল্লাহর অনুগত বান্দা হতো, রাসুলের কোনো প্রয়োজনই হতো না। এমনকি চরম পর্যায়ের নাফরমানদের কাছেও আল্লাহ তাআলা রাসুল পাঠিয়ে থাকেন। যে বলেছিল : (أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ) 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক'[২]—তার কাছেও আল্লাহ তাআলা রাসুল প্রেরণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নম্র আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন : (فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ) 'তোমরা তার সঙ্গে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।'[৩] আর যারা বলেছিল, 'মূর্তি ও প্রতিমা হলো আল্লাহর কন্যা'—তাদের কাছে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সেরা মানুষটিকে পাঠিয়েছিলেন।

সুতরাং আপনি লোকদের পাপের দিকে তাকাবেন না—আপনি তো রব নন। আপনি তাদের দিকে একজন বান্দার দৃষ্টিতে তাকান। হিদায়াতের যে নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তার জাকাত হলো, আপনি লোকদেরকে হাত ধরে আল্লাহর পথে নিয়ে আসবেন। তাদের হিদায়াত দেওয়ার শক্তি আপনার কোথায়? আল্লাহই তো বরং আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন—আপনাকে হিদায়াতের অসিলা বানিয়েছেন।

---

২. সুরা আন-নাজিআত, ৭৯ : ২৪।

৩. সুরা তহা, ২০ : ৪৪।

একজন অসুস্থ কিংবা একজন বিপদগ্রস্ত মানুষের দিকে আপনি যে দৃষ্টিতে তাকান, একজন গুনাহগারের দিকেও আপনি একই দৃষ্টিতে তাকান। আরে ভাই! রোগ তো পথভ্রষ্টতার চেয়েও অনেক ভালো। অসুস্থতা অনেক সময় মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। আর গোমরাহি? গোমরাহি তো মানুষকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামের পথে ঠেলে দেয়!

তৃতীয় পাঠ : গুনাহর প্রতি ঘৃণা যেন দাওয়াহর প্রতিবন্ধক না হয়

বাহ্যিক অবস্থার বিচারেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে কেবল বাইরের বেশভূষা দেখে প্রতারিত হলে চলবে না। আপনাকে আরও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

অনেক পাপী এমন আছে, যারা আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহকে ভালোবাসে। এমনকি আপনার পরিচিত অনেক দ্বীন-ব্যবসায়ীর চেয়েও তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মহব্বত অনেক বেশি। কিন্তু প্রবৃত্তি তাদের লাগাম টেনে ধরেছে; শয়তান তাদেরকে গোমরাহির ফাঁদে আটকে রেখেছে।

ইমাম বুখারি ﵀ উমর ﵁-এর সূত্রে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আব্দুল্লাহ নামে এক লোক ছিল। মানুষ তাকে 'হিমার' নামে ডাকত। খুবই আমুদে ও চঞ্চল প্রকৃতি ছিল তার। রাসুলুল্লাহকে হাসাত। মদপানের অপরাধে রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার তাকে বেত্রাঘাত করেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাসুলুল্লাহর কাছে আনা হয়। রাসুলুল্লাহর হুকুমে তাকে পুনরায় বেত্রাঘাত করা হয়। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে ওঠে, 'আল্লাহ তার ওপর লানত করুন। কতবার তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো!' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন : (لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ) 'তাকে অভিশাপ দিয়ো না। আল্লাহর কসম, তার ব্যাপারে আমি এটিই জানি—সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে।'[৪]

মানুষের অন্তর বড়ই রহস্যময়। আল্লাহ ছাড়া এই রহস্য কেউ ভেদ করতে পারে না। বেপর্দা নারী মাত্রই ব্যভিচারিণী নয়। গানপ্রিয় মানুষ মাত্রই কুরআনকে

৪. সহিহুল বুখারি : ৬৭৮০।

ঘৃণা করে না। না না, নাহ ভাই! আমি পাপীদের পক্ষ নিচ্ছি না। তাদেরকে মোটেই নির্দোষ বলছি না। আমি কেবল এতটুকু বলতে চাইছি—'তাদের হাত ধরুন; আল্লাহর পথে নিয়ে আসুন।' গুনাহ ও গুনাহগারদের প্রতি আপনার ঘৃণা যেন দাওয়াহর পথে প্রতিবন্ধক না হয়।

চতুর্থ পাঠ : কোমলতা দায়ির অপরিহার্য গুণ

আমরা যদি মানুষের সঙ্গে সুন্দর ও কোমল আচরণ না করি, তাহলে তারা দ্বীনদার লোকদেরকে কঠোর স্বভাবের মনে করবে আর আমরা তাদের সামনে দ্বীনের একটি সুন্দর নমুনা তুলে ধরতে ব্যর্থ হব। ফলে তারা নাফরমানি থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পাবে না। কারণ তারা আমাদের মতো শক্ত হৃদয়ের হতে চাইবে না। আমরা যদি অনুকরণীয় আদর্শ হতে না পারি, তবে লোকদের তিরস্কার করার কোনো অর্থ হয় না। কেননা তারা আমাদের মতো হতে চায় না। তাই শক্ত আচরণ করে আল্লাহর প্রতি মানুষের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করবেন না।

বেনামাজির সঙ্গে নিয়মিত মুসল্লির মুসাফাহা তাকে মসজিদমুখো করতে পারে। পর্দাবৃতা নারীর এক চিলতে মুচকি হাসি, দুয়েকটি মধুর কথা একজন বেপর্দা নারীকে পর্দার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে। দ্বীনদারের কয়েক মিনিটের সুমিষ্ট আলাপ একজন গুনাহগারকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে পারে।

আপনার এই সুন্দর ব্যবহার যদি মানুষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি নাও করে, তবুও আপনি দাওয়াহর সাওয়াব পেয়ে যাবেন। আলোচ্য গল্পের লোকটিকে দেখুন না, তিনি যখন চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনীকে দান করে বসলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে বলেননি—তুমি একজন ভালো মানুষকে দান করলে ভালো হতো; একজন পবিত্রা নারীকে দান করলে সুন্দর হতো; একজন গরিবকে দিলে উত্তম হতো। বরং তাকে একটি সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে সাদাকা কবুলও হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। আরও বললেন, 'সাদাকা পেয়ে ব্যভিচারিণী হয়তো ব্যভিচার ছেড়ে দেবে। চোর হয়তো চুরি ত্যাগ করবে। ধনী লোকটিও হয়তো দান করার প্রেরণা পাবে।'

গল্পের আসর : ২

মায়ের অভিশাপ

গল্পটি সংকলিত হয়েছে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে।[৫] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

জুরাইজ ছিলেন একজন ইবাদতগুজার মানুষ। তিনি একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করে সেখানে থাকতেন।

একদিন তাঁর কাছে তাঁর মা আসেন। তখন তিনি সালাত পড়ছিলেন। মা ডাক দেন, 'হে জুরাইজ!' তিনি মনে মনে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি সালাত পড়ব, না মায়ের ডাকে সাড়া দেবো!' একটু ভেবে তিনি সালাতেই মগ্ন থাকেন। অবস্থা দেখে মা চলে যান।

পরের দিন মা আবার আসেন। ওই সময়ও তিনি সালাত পড়ছিলেন। মা ছেলেকে ডাকেন, 'হে জুরাইজ!' তিনি মনে মনে বলেন, 'হে আমার রব, আমি সালাত পড়ব না মায়ের ডাকে সাড়া দেবো!' শেষে তিনি সালাতেই মগ্ন থাকেন। মা ফিরে যান।

তৃতীয় দিন মা পুনরায় আসেন। ওই সময়ও তিনি সালাত পড়ছিলেন। মা ডাক দেন, 'হে জুরাইজ!' তিনি মনে মনে ভাবেন, 'হে আমার রব, আমি সালাত

৫. সহিহুল বুখারি : ১২০৬, সহিহু মুসলিম : ২৫৫০।

পড়ব না মায়ের ডাকে সাড়া দেবো!' যথারীতি তিনি সালাতেই মগ্ন থাকেন। এবার মা বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহ, বেশ্যা নারীর চেহারা না দেখিয়ে তাঁকে মওত দিয়ো না।'

ধীরে ধীরে বনু ইসরাইলের মাঝে জুরাইজ ও তার ইবাদতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এক বেশ্যা নারী ছিল। সে এতটাই সুন্দরী ছিল যে তাকে দিয়ে সুন্দরের উপমা দেওয়া হতো। একদিন সে লোকদের বলে, 'তোমরা চাইলে আমি জুরাইজকে ফিতনায় ফেলতে পারি।' তারপর সে জুরাইজের কাছে গিয়ে নিজেকে পেশ করে। কিন্তু জুরাইজ তার দিকে ফিরেও তাকাননি।

জুরাইজের ইবাদতখানায় একজন রাখালও থাকত। বেশ্যা নারীটি এবার তার কাছে নিজেকে পেশ করে। সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হলে সে দাবি করে বসে, 'এটি জুরাইজের ছেলে।' এ কথা শুনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। তারা জুরাইজকে ইবাদতখানা থেকে জোর করে নামিয়ে আনে; তার ইবাদতখানা ভেঙে ফেলে। এমনকি তাকে প্রহার করতে শুরু করে।

জুরাইজ (আশ্চর্য হয়ে) জানতে চান, 'ব্যাপার কী? তোমরা আমার সাথে কেন এমন করছ?'

তারা বলে, 'তুমি ওই বেশ্যার সঙ্গে ব্যভিচার করেছ। সে তোমার বাচ্চা প্রসব করেছে।'

তিনি বলেন, 'বাচ্চাটি কই?'

লোকজন গিয়ে বাচ্চাটি নিয়ে আসে। জুরাইজ বলেন, 'আমাকে সালাত পড়তে দাও।' সালাত শেষে তিনি বাচ্চাটির কাছে আসেন। তার পেটে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'হে শিশু, তোমার পিতা কে?' বাচ্চাটি উত্তর দেয়, 'অমুক রাখাল।' এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে লোকজন জুরাইজের দিকে ছুটে আসে। ভক্তিতে তাকে চুমু খেতে থাকে এবং তার শরীর মুছতে শুরু করে। সবাই জুরাইজের কাছে আবেদন করে, 'আমরা স্বর্ণ দিয়ে আপনার ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করব।'

তিনি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আগে যেমনটি ছিল মাটি দিয়ে বানিয়ে দাও।'

তার নির্দেশমতো লোকেরা ইবাদতখানাটি পুনরায় তৈরি করে দেয়।

হাদিসের দরস

প্রথম পাঠ : আপনার জবান মেরামত করুন

কখনো কথায় কথায় নির্ধারিত হয়ে যায় মানুষের ভাগ্য।

তাই সাবধান! সন্তানদের জন্য বদদোয়া করবেন না। কে জানে, হয়তো সেটি দোয়া কবুলের মুহূর্ত!

একবার উমর ﵁ জনৈক বৃদ্ধকে দেখেন তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনি জানতে চান, 'তোমার হাতে কী হয়েছে?' 'জাহিলি যুগে আমার পিতা আমাকে বদদোয়া করে বলেছিলেন, "তোমার হাত অবশ হয়ে যাক।" তাই আমার হাতের আজ এই অবস্থা।' উমর ﵁ বলেন, 'এই হলো জাহিলি যুগে পিতার বদদোয়া! এবার চিন্তা করে দেখো, ইসলাম আসার পর পিতার বদদোয়ার কেমন প্রতিক্রিয়া হবে!'

তাই আসুন! আমরা বদদোয়ার পরিবর্তে নেক দোয়ায় অভ্যস্ত হই। ছোট মেয়েটির অসতর্কতায় যে-ই একটি প্লেট মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল; আপনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহ তোর অন্তরকে ভেঙে দিক।' বলুন তো, সেই মুহূর্তটি যদি দোয়া কবুলের মুহূর্ত হয় আর আপনার দোয়াটি যদি কবুল হয়ে যায়—তখন কী হবে? একটি প্লেট কি আপনার মেয়ের হৃদয়ের সমান হবে? এমন সময় আমরা কেন বলি না, 'আল্লাহ তোমার অন্তর পরিশুদ্ধ করে দিন।'

ভাই-বোন ঝগড়াঝাঁটি করছে আর মা রেগেমেগে বলে উঠলেন, 'আল্লাহ তোদের শাস্তি দিন।' ভেবে দেখুন, এই বদদোয়া যদি কবুল হয়ে যায়, তো কী অবস্থাটা হবে?! আল্লাহর শাস্তি সহ্য করার সামর্থ্য আমাদের কার আছে? কতই না ভালো হতো, আমরা যদি বলতাম, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তরকে সংশোধন করে দিন।'

চলুন, আমরা নিজেদের বদলাই। এখন থেকে 'আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করে দিক' না বলে বলি—'আল্লাহ তোমার হৃদয় প্রশস্ত করে দিন।'

'আল্লাহ তোমার ওপর রাগান্বিত হোক' না বলে বলি, 'আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন।'

চলুন, সন্তানদের বরবাদ করার পূর্বেই আমরা আমাদের জবানকে মেরামত করি।

দ্বিতীয় পাঠ : লেজকাটা শেয়াল চায় সব শেয়ালের লেজ কেটে যাক

ব্যভিচারকারী চায়, সবাই যদি তার মতো ব্যভিচার করত! পুরুষের বেশভূষা ধারণকারী নারী চায়, সবাই যদি তার মতো পুরুষের বেশ ধরত! চোর চায়, সবাই যদি তার মতো চোর হতো!

বদকার লোকেরা নেককার লোকদের পরিশুদ্ধ জীবন সহ্য করতে পারে না। তারা মনে মনে বড়ই কষ্ট পায়। কারণ প্রতিটি আমানতদার লোক চোরদের গালে যেন একেকটি প্রবল থাপ্পড়। প্রতিটি সতী নারী যেন বেশ্যা নারীদের পিঠে একেকটি প্রচণ্ড বেত্রাঘাত। প্রতিটি পবিত্র যুবক যেন ব্যভিচারী পুরুষদের কপালে একেকটি লাঞ্ছনার রেখা। প্রতিটি সৎ কর্মচারী যেন ঘুষখোরদের নিকৃষ্টতার একেকটি দলিল। ভালো লোকদের দেখলেই মন্দ লোকদের মনে পড়ে যায় আপন আপন দুষ্কর্মের কথা। তাই তারা চায়, সবাই তাদের মতো মন্দ হয়ে যাক।

বনু ইসরাইলের দুশ্চরিত্র লোকদের আবিদ জুরাইজের পরিশুদ্ধ জীবন সহ্য হয়নি। তাই তারা এক বেশ্যা নারীকে তার কাছে পাঠায়, যাতে তিনিও তাদের মতো হয়ে যান। কওমে লুতের দুশ্চরিত্র লোকেরা লুত ﷵ-এর নিষ্কলুষ জীবন সহ্য করতে পারেনি। তাই তারা বলেছিল : (أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) 'লুত-পরিবারকে তোমরা তোমাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।'[৬]

৬. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৫৬।

তৃতীয় পাঠ : আপদে-বিপদে সালাত আপনার পরম আশ্রয়

মুমিন যখনই মুসিবতে পড়ে, সালাতের আশ্রয় গ্রহণ করে। কেননা সে জানে, জমিনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আসমান থেকেই আসে। জুরাইজ একই সঙ্গে কয়েকটি বিপদের সম্মুখীন হয়, তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়; অন্যের ছেলেকে তার বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই কঠিন মুহূর্তে তিনি কী করলেন? তিনি বললেন, 'আমাকে দু'রাকআত সালাত পড়তে দাও।'

তারপর কী ঘটল? আসমান-জমিনের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিল। স্বয়ং সেই নবজাতক শিশু একজন শুচিশুভ্র মানুষের পবিত্রতার ঘোষণা করল।

খুবাইব বিন আদি ﵁-এর কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। তিনি কুরাইশদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তারা যখন তাঁকে হত্যা করতে চাইল, তিনি বললেন, 'আমাকে সালাত পড়তে দাও।' কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন, একজন মানুষ যদি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কাজটি সম্পাদন করে মৃত্যুবরণ করতে চায়, তবে তার সে কাজটি হবে সালাত।

মানবকুল সর্দার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখুন না! সালাতের সময় হলে তিনি বিলাল ﵁-কে বলতেন : (أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ) 'ইকামত দাও; সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্ত করো, হে বিলাল!'[৭]

সালাতের ব্যাপারে আপনি মানুষের মাঝে দুটি দল দেখবেন। একদলের আচরণ দেখে আপনার মনে হবে, তারা যেন বলছে—'সালাতের মাধ্যমে আমাদের শান্তি দাও।' আরেক দলের আচরণ দেখে মনে হবে, তারা বলছে—'সালাতের ঝামেলা থেকে আমাদের বাঁচাও।' এই দুই দলের মাঝে কত বিশাল ফারাক!

---

৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৮৫।

চতুর্থ পাঠ : মানুষের সম্মান তার রক্তের মতোই পবিত্র

কারও ব্যাপারে অপবাদ রটানো হলো, আর আপনি কোনো ধরনের দলিল-প্রমাণ ছাড়াই হুট করে তা বিশ্বাস করে ফেললেন—এমন মারাত্মক ভুল যেন কখনো না করেন। মানুষের স্বভাবটাই এমন—সব সময় তারা একে অপরের কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। যার খিয়ানত কিংবা গাদ্দারি আপনি নিজে দেখেননি, তার মান-মর্যাদার পেছনে পড়বেন না। অমুক-তমুকের কথায় আপনি একজন সতী নারীর সম্মান নিয়ে টানাটানিতে লেগে যাবেন না। মনে রাখবেন, কেউ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা-ই শোনে তা-ই বলে বেড়ায়।[৮]

মানুষ তার সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়েই বেঁচে থাকে। তাই কারও সুনাম ক্ষুণ্ন করা তার রক্ত প্রবাহিত করার নামান্তর—এমনকি অপবাদটি আপনার দৃষ্টিতে প্রমাণিত হলেও। মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা দোষ গোপনকারী; তিনি দোষ গোপন করতে ভালোবাসেন। সুতরাং মানুষের কলঙ্ক ফাঁস করবেন না—হাঁ, একান্তই যদি প্রয়োজন হয় কিংবা এতে যদি কল্যাণ থাকে, তো ভিন্ন কথা। যেমন কেউ আপনার কাছে পরামর্শ চাইল, তার কল্যাণের স্বার্থে আপনি কারও দোষ প্রকাশ করতে পারেন। কেননা আপনি যা জানেন, তা না জানালে সেটি এক ধরনের প্রতারণা হবে।[৯]

আপনার সত্য গোপন করার কারণে যদি একজন নেককার মেয়ে একজন বদকার পুরুষের হাতে পড়ে কিংবা একজন নেককার পুরুষ একজন বদকার নারীর মুসিবতে পড়ে, তাহলে তো আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। তাই দোষ গোপনের দোহাই দিয়ে বিয়ে-শাদির মতো প্রসঙ্গে আপনি সত্য আড়াল করতে পারেন না।

---

৮. সহিহু মুসলিম : ৫।

৯. সুনানু আবি দাউদ : ৫১২৮।

পঞ্চম পাঠ : আল্লাহর সঙ্গেই হোক হৃদয়ের যত বন্ধন

আপনি আল্লাহর সঙ্গে থাকুন, আল্লাহকেও আপনার সঙ্গে পাবেন।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপিসারে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন। তারপর একদিন তিনি পুনরায় ফিরে এলেন। মক্কায় প্রবেশ করলেন দিনের ঝলমলে আলোতে—নগরীর চার চারটি ফটক দিয়ে।

ইউসুফ عليه السلام-কে অন্যায়ভাবে কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী করা হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি বের হয়েছেন মিসরের শাসকরূপে।

কাহফের যুবকরা তাঁদের দ্বীন বাঁচাতে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পেছনে ধাবমান শত্রু রেখে পর্বতগুহায় তারা ঢলে পড়েছিলেন গভীর ঘুমের কোলে। অবশেষে তারা যখন জেগে উঠলেন, তখন পুরো নগরবাসী ছিল তাঁদের দ্বীনের অনুসারী।

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না—উপকারও করতে পারে না। যে নিজের রিজিকের ব্যবস্থা করতে পারে না, সে অন্যকে কীভাবে রিজিক দেবে? যে নিজেকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না, অন্যের হায়াত নিয়ে সে কী চিন্তা করবে?

সুতরাং আল্লাহর সঙ্গেই হোক হৃদয়ের যত বন্ধন।